দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ..... AH 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ .....

টাইমস্কেল ও অধিকার বঞ্চিত শিক্ষক পরিষদের প্রতিনিধি সম্মেলন

স্টাফ রিপোর্টার : টাইমস্কেল ও অধিকার বঞ্চিত শিক্ষকপরিষদ-এর প্রতিনিধি সম্মেলন, গতকাল শুক্রবার ঢাকার পুরানা পল্টনে অবস্থিত ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশের সকল জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিসহ কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে সংগঠনের নেতারা বলেন, বেসরকারী শিক্ষক সমাজ যেখানে শতকরা প্রায় ৯৪ ভাগ শিক্ষার্থীর পাঠদানের দায়িত্ব পালন করে চলেছে। সেখানে এ সমাজকে অবহেলা রেখে জাতির উন্নতি কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। শিক্ষকরা হলেন জাতি গড়ার কারিগর। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষার মানোন্নয়নে মানসম্পন্ন শিক্ষক অপরিহার্য। বিভিন্ন জাতীয় নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় যাওয়ার লোভে আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার পর সেগুলো ভুলে যায়, এবং শিক্ষক সমাজের সাথে তারা বিমাতাসুলভ আচরণ করে। শুধু তাই নয় শিক্ষকদের অধিকারসমূহ কেড়ে নিতেও দ্বিধাবোধ করে না। টাইমস্কেল নিয়ে সরকার লুকোচুরি খেলছে অথচ ইহা শিক্ষকদের ন্যায্য অধিকার। এমপিওভুক্ত কোন প্রভাষকের চাকুরি আট বছর পূর্ণ হলে তাকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হল। অনুপাত নামক কালো প্রথার কারণে যাদের সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা সম্ভব না হয় তাদের সান্ত্বনাস্বরূপ টাইমস্কেল প্রদান করা হয় যা নিয়েও সরকার বিভিন্ন টালবাহানা করছে। বিভিন্ন সরকারের আমলে শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বেতন স্কেল প্রদানের মত মুখরোচক ও চটকদার বক্তব্যও দেয়া হয়।

বক্তারা বলেন যদি শিক্ষকদের সম্মান জানাতেই চান তাহলে জাতীয় বেতন কাঠামোতে রেখেই গ্রেড পরিবর্তনের মাধ্যমে যেমন যারা ৯ম গ্রেডে বর্তমানে বেতন পান তাদের ৭ম গ্রেডে, যারা ৭ম গ্রেডে বর্তমানে বেতন পান তাদের ৫ম গ্রেডে এরূপ পরিবর্তনে আমরা বিশ্বাস করি।

সংগঠনের সভাপতি অধ্যক্ষ বাহাউদ্দিন বাহারের সভাপতিত্বে সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মো. এমদাদুল ইসলাম, মো. একরামুল হক লিটন, মো. তরিকুল ইসলাম নয়ন, মো. রেজাউল হক, মো. জিয়াউল হক, মো. ফিরোজ কবির প্রমুখ।